দৈনিক বাংলা

23 SEP 1989

ঢাকা ভার্সিটি হল খুলেছেঃ চেকিংয়ের পর ছাত্রদের প্রবেশ

॥ স্টাফ রিপোর্টার ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রছাত্রীরা হলে ফিরতে শুরু করেছেন। মোট ৬৮ দিন অনির্ধারিত বন্ধের পর গতকাল সকাল সাড়ে ন'টায় আবাসিক হলগুলো খুলে দেয়া হয়। কর্তৃপক্ষ ছাত্রছাত্রীদের ... পর তাদের নিজ নিজ কক্ষে যেতে দিচ্ছেন। হল গেটে পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে।

গতকাল বৃষ্টির মাঝে নির্ধারিত সময়ের কিছু আগেই বেশ কিছু ছাত্র হল গেটে উপস্থিত হন। তবে কর্তৃপক্ষ নির্ধারিত

(শেষ পৃঃ ৩ ... ২)

ঢাকা ভার্সিটি

(১ম পৃঃ পর)

সময় অনুযায়ীই হলের গেট খোলেন। হলে অবস্থান করার বৈধ কাগজপত্র নেই—এমন কাউকে হলে প্রবেশ করতে দেয়া হচ্ছে না। এছাড়া মাস্টার্স ডিগ্রী ফাইনাল পরীক্ষায় অবতীর্ণদের কক্ষে তালা লাগিয়ে দেয়া হচ্ছে। হলের যেসব কক্ষে বহিরাগত বা অছাত্র থাকত সেসব কক্ষ সীল করে দেয়া হয়েছে। এ ধরনের মোট কক্ষের সংখ্যা কত তা কর্তৃপক্ষ গতকাল জানাতে পারেননি।

হলে প্রবেশের সময় আবাসিক ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের একটি আবেদনপত্র বিলি করা হচ্ছে। এতে তিনি হলে শৃংখলা বজায় রাখার স্বার্থে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন মেনে চলার জন্যে আবাসিক শিক্ষার্থীদের প্রতি আহবান জানান। ভিসির এ আবেদনে বলা হয়, বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার পরিবেশ উন্নত করার লক্ষ্যে কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। এর লক্ষ্য কাউকে শাস্তিদান বা বিপদগ্রস্ত করা নয়, বরং বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষাজীবন অব্যাহত রাখা। এ সকল পদক্ষেপ বাস্তবায়নে কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করতে আহবান জানানো হয়। একই সঙ্গে অশোভন বা সন্ত্রাসী আচরণ করলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের কথাও ছাত্রদের স্মরণ করিয়ে দেয়া হয়। শিক্ষকদের উদ্দেশ্যে লেখা পৃথক চিঠিতে ভাইস-চ্যান্সেলর সেশন-জট নিরসনে সময় মত পরীক্ষা গ্রহণ ও ফল প্রকাশ, অতিরিক্ত ক্লাস নিতে তৎপর হওয়ার আহবান জানান। ভিসি প্রফেসর আবদুল মান্নান গতকাল সকল আবাসিক হল পরিদর্শন করেন।

গতকাল খুব কম সংখ্যক ছাত্রছাত্রী হলে ফিরেছেন, সূর্যসেন হলে বিকাল পাঁচটা পর্যন্ত মাত্র ২০ ভাগ আবাসিক ছাত্র হলে ওঠেন। দীর্ঘদিন পর হলে ফিরে ছাত্রছাত্রীরা ধূলিধূসরিত কক্ষ পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন করেন। অনেকের বিছানাপত্র ইঁদুরে কেটেছে। কয়েকজন ছাত্র অভিযোগ করেছেন যে বন্ধ থাকা অবস্থায় তাদের কক্ষের কিছু জিনিসপত্র খোয়া গেছে। গতকাল রাত থেকে হলে আবাসিক ছাত্রদের রোল কল শুরু হওয়ার কথা।

তদন্ত কমিটির বিরুদ্ধে অভিযোগ ভিত্তিহীনঃ ঢাকা ভার্সিটি কর্তৃপক্ষ

(স্টাফ রিপোর্টার)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন যে বিশ্ববিদ্যালয় তদন্ত কমিটির বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বমূলক আচরণের অভিযোগ

(শেষ পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

তদন্ত কমিটি

(প্রথম পৃঃ পর)

ভিত্তিহীন ও অবান্তর।

বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত সাম্প্রতিক শৃংখলামূলক পদক্ষেপ সম্পর্কে মঙ্গলবার বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত একটি ছাত্র সংগঠনের বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে কর্তৃপক্ষ এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে একথা জানান। বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়ঃ তদন্ত কমিটি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবীণ ও গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যে নিয়োজিত শিক্ষকদের দ্বারা গঠিত হয়। কমিটি প্রক্টর, প্রভোস্ট, আবাসিক শিক্ষক, বিভিন্ন স্তরের কর্মচারী এবং বহুসংখ্যক ছাত্রের সাক্ষ্য গ্রহণ ও প্রাপ্ত অভিযোগ পরীক্ষা করে তার রিপোর্ট তৈরি করেছে। এ রিপোর্ট ডিসিপ্লিনারী কমিটি কর্তৃক পুনরায় পরীক্ষিত হয়। এর আগে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ দিয়ে অভিযুক্তদের শো-কজ নোটিশ দেয়া হয়। এ প্রসঙ্গে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয় যে অভিযুক্তদের নামে তাদের স্থায়ী ও বর্তমান উভয় ঠিকানায় শো-কজ নোটিশ যথাসময়ে পাঠানো হয়েছিল। এছাড়া আবুল বাশার নামে একজন ছাত্র আট জনকে প্রদত্ত নোটিশের কপিও নিয়ে যান।

ডিসিপ্লিনারী কমিটি তদন্ত রিপোর্ট বিচার-বিশ্লেষণের পর শাস্তির সুপারিশ করে। সিন্ডিকেট পুনরায় এ সুপারিশ বিবেচনা করে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়। এ প্রসঙ্গে কর্তৃপক্ষ আরও জানিয়েছেন যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদেশ '৭৩-এ বর্ণিত প্রক্টোরিয়াল নিয়ম-কানুন অনুযায়ী এ ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয় যে প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত কাজ চালানো হয়েছে। এতে ৪ঠা ফেব্রুয়ারী বা অন্য কোন তারিখ থেকে ঘটনার তদন্ত শুরু করার প্রশ্ন অবান্তর। শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের এ প্রক্রিয়াটি একটি অব্যাহত ও চলমান প্রক্রিয়া। যে কেউ যেকোন সময়ের অভিযোগ নিয়ে এলে ডিসিপ্লিনারী কমিটি সে সম্পর্কেও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।